নীল জ্যোৎস্নার ডাকে

বারোমাসি প্রকাশনী

নীল জ্যোৎস্নার ডাকে

তৌহিদ আতিফ

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ :

লেখক ও প্রকাশকের যৌথ অনুমতি ব্যতীত এই বই বা বইয়ের কোনো অংশবিশেষ ই-বুক বা অনলাইনে প্রকাশ করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই ঘোষণা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বারোমাসি প্রকাশনী

প্রকাশক

মিঁয়া মোহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ ফয়সল

নীল জ্যোৎস্নার ডাকে

তৌহিদ আতিফ

গ্রন্থস্বত্ব©কবি

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৪৩১

ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

শাবান, ১৪৪৬

প্রচ্ছদ : সাহাদাত হোসেন

NILL JOSONAR DAAKE

TOWHID ATIF

Copyright @Towhid Atif

মুঠোফোন : ০১৯৭১ ৬১ ১২ ১২

অক্ষরবিন্যাস, অলংকরণ :

বারোমাসি

মুদ্রাক্ষরিক : কবি

মুদ্রণ : রিমা ট্রেড, ৪১২/বি, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : বারোমাসি, নাগড়া ফুটব্রীজ, নেত্রকোনা

বিক্রয়কেন্দ্র ১ : বারোমাসি, কদম খাঁ গলি, মিতালি রোড, ঝিগাতলা, ঢাকা

বিক্রয়কেন্দ্র ২ : বারোমাসি, বাড্ডানগর লেন, হাজারীবাগ পার্ক সংলগ্ন, ঢাকা

বিনিময় মূল্য : তিনশত টাকা মাত্র **: US $ 3**

ISBN: 978-984-99551-3-9

ঘরে বসে, কম খরচে এবং বিভিন্ন প্যাকেজ ও বাহারি ছাড়ে যেকোনো প্রকাশনীর বই কিনতে যোগাযোগ :

www.facebook.com/baromashi

www.facebook.com/baromashiprokashoni

উৎসর্গ

যে আলোয় জ্বলে ওঠে রাতের নীল জ্যোৎস্না,
যে মায়ায় জড়িয়ে থাকে পৃথিবীর নিঃশব্দ আহ্বান
যে পথে সৃষ্টি আমার প্রতিটি শব্দের
যেন অবনী হয়ে ধরে রেখেছে সবটুকু অনুভূতির ভার

সূচিপত্র

স্মৃতি স্বাক্ষর
তবুও তুমি এসো
তোমার নামে পত্র
যদি তুমি
মহাকালের অপেক্ষা
তুমি যাদুকরী
মেয়ে, তুমি কি জানো?
প্রেম অনুরণন (এক)
নিপীড়িত হৃদয়
প্রেম অনুরণন (দুই)
আহবান
লজ্জাবতী
তুমি বিস্ময়ক
প্রেম অনুরণন (তিন)
জ্যোৎস্নার আহবান
প্রতিমার প্রতিবিম্ব
নক্ষত্রের কাব্য
তোমাকে ভালোবাসি
সংশয়
গোধূলি বেলার পাখি
নভেম্বরের বৃষ্টি
তোমার চোখের বিষাদ
নির্জন মেট্রোপলিটন
'আমি ভালোবাসার মতো নই'
বোকাবাক্স
হলুদ পাতা
অধরা জ্যোৎস্না
প্রেম অনুরণন (চার)
আমার স্বপ্নে এসেছিলে তুমি
প্রেম, বৃষ্টি, প্রার্থনা
একাকী বরষায়
নিবেদন
অবরুদ্ধ
তোমার বোঝা উচিত ছিলো
প্রেম অনুরণন (পাঁচ)
বিচ্ছেদ
স্বপ্ন হনন
স্মৃতির ধুলোবালি
অবহেলার পালাবদল
আক্ষেপ
আক্ষেপ অবিরাম
অমীমাংসিত
উপসংহার
অতঃপর

স্মৃতি স্বাক্ষর

প্রবাহিত স্মৃতি মেঘের মতো
গুমোট রাতের নীরবতায়,
বয়সহীন এক বেদনার চিহ্ন
আমার অন্তরে অঙ্কিত থাকে।

জ্যোৎস্নায় দেখি তোমার আলো
হৃদয়ে পলকহীন যন্ত্রণা,
কত হারানো স্মৃতি নক্ষত্র হয়ে
জ্বলছে আজও, নিঃশব্দে, স্বপ্নের মাঝে।

এ জীবন বেদনার

তবুও তুমি এসো

তুমি এসো—
চৈত্রের খাঁ খাঁ রোদের দুপুরে,
এক পশলা ঝিরি হাওয়া বয়ে।

তুমি এসো—
ধূসর কুয়াশার শরতে,
পাতার ফাঁকে উঁকি দেয়া ঝিলিক রোদে।

তুমি এসো—
শ্রাবণের মেঘে চরে,
ঘন ঘোর বরষার ছলে।

তুমি এসো—
নীল জ্যোৎস্না

তোমার নামে পত্র

তোমার নামে সন্ধ্যা আসে
এই বিষণ্ণ শহরে হঠাৎ বৃষ্টি নামে
আমি আকাশের কাছে মেঘ ধার করি
কিছু বৃষ্টি তোমার নামেও ঝড়ুক।

তোমার নামে ওপারের দিঘিটায় দেখো—
কত শত পদ্ম ফুটেছে,
তবু আমি বায়না ধরি পিচঢালা পথের পাশে
সহস্র কৃষ্ণচূড়া ফুটে থাকুক তোমার জন্যে।

তোমার নামে হাজার শব্দ ঝরে—
আমার কবিতায়

মহাকালের স্বপ্ন

রোজ রাতে তোমায় দেখি প্রেয়সী
তুমি স্বপ্ন হয়েই নাহয় থাকলে
কে জানতো তোমার এতোটুকু কাজলের রেখা
দাগ কেটে যাবে আমার গোটা ছায়াপথ ধরে
অমন নিঁখুত ঠোঁটে কেমন করে হাসলে আর—
চেয়ে দেখো কয়েকশ ঢেউ আছড়ে পড়ে
হৃদয়ের অববাহিকায়।

তবু এ স্বপ্নের রঙ নেই কোন,
অথবা আবছা নীল বেদনার মতো।
শুধু তুমি স্বপ্ন

বোকাবাক্স

অতঃপর এতো পথ পাড়ি দিয়ে আমি
সেই বোকার বাক্সে বন্দী থেকে গেলাম।

আমি মুহূর্তে চলে আসা আলোক রেখা
আর এক ঝড়ো হাওয়াকে আঁকড়ে ধরলাম।

আমি এক মুহূর্তের স্বপ্নকেই সত্যি ভাবলাম,
যতটা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে আরো গভীর ছিল—
স্বপ্নের অন্তর্গত নিঃসঙ্গতা আর অন্ধকার!

যেখানে আমি নিজেকে খুঁজে পেলাম,
উত্তর বিহীন এক চিরন্তন প্রশ্নের

হলুদ পাতা

দেয়ালের ওপারে কত মৃন্ময়ী তুমি
চেয়ে থাকো তোমার স্বপ্নিল আকাশে,
এপারে আমি প্রাণ হাতে নিয়ে মরি
অপার্থিব কত দুঃস্বপ্ন জুড়ে তুমি—
দখল করে নিয়েছো এ ভাঙ্গা হৃদয়ে।

ওপারে তোমার হাজার নদী
এপারে আমার নাই কোন জল,
নদী নও, অতল সমুদ্র তুমি
আমায় ডুবাও আবার আমাকেই ভাসাও—
তবু কাদতে পারি না চোখে শুকিয়ে গেছে জল।

ভালোবেসেছি আর কত কাছে চেয়েছি
জানবে কি তা সুদূর নক্ষত্ররা?
শুধু সাক্ষী হয়ে থাকে আর
ফিকে হয়ে আসে

অধরা জ্যোৎস্না

তুমি বিধাতারই রঙে আঁকা
স্বপ্নীল কোন এক নীল জোৎস্না,
তুমি দূর দূরে
—
শুধু আমার চির অধরা।

প্রেম অনুরণন (চার)

তুমি রোদ্দুর হয়ে আলো ছড়াও
মেঘের ভাজে লাজুক মুখ লুকাও—
তুমি সন্ধ্যা হয়ে রাত্রি নামাও
ভালোবাসার চাদরে ঢেকে দাও, গোটা শহর।

তুমি চাঁদ হয়ে ঝরিয়ে যাও
স্নিগ্ধতার

আমার স্বপ্নে এসেছিলে তুমি

কত মুঠো ভরা জোৎস্না, কত চাঁদের আলোয়
ভেসে গিয়েছিলো স্রোতহারা এক নদী,
কেমন এক অনুভুতি—
সারা পরে গিয়েছিলো হৃদয়ের আঙ্গিনায়।

হৃদয়ের রক্ত সঞ্চালন যেন মুহূর্তেই আকাশচুম্বী
ঠিক মনে নেই, কোথায় যেন বসে ছিলাম,
মাতাল

প্রেম, বৃষ্টি, প্রার্থনা

অনেক দিন বৃষ্টি হবে বলে মেঘেদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রার্থনা করেছি।

একদিন অঝোরে বৃষ্টি হবে বলে জানালা খুলে দ্বিপ্রহর অপেক্ষা করেছি,
একদিন বৃষ্টি হবে বলে কত্ত রাত আকাশটা জুড়ে প্রার্থনা করেছি—
একদিন বৃষ্টি হবে বলে তৃষ্ণার্ত আমি ছটফট করে ক্লান্ত হয়ে রাস্তার পাশে বসি
একদিন বৃষ্টি হবে বলে কত রাত না ঘুমিয়ে বসে আছি
একদিন বৃষ্টি হবে বলে নীল আকাশ আজো আবছা।

একদিন বৃষ্টি হবে বলে কাকেরা বসে আছে স্নান করবে বলে
একদিন বৃষ্টি হবে বলে বারান্দার টুনটুনিটা ভয়ে ঘরে বসে থাকে
বৃষ্টি হাওয়ায়

নিবেদন

আমি সময় বুঝি না, মানুষ বুঝি না
সুন্দর বুঝি না, রঙ বুঝি না
ভালোবাসা বুঝি না, প্রিয় বুঝি না
কিন্তু আমি হারিয়েছি তোমার চোখে
আমি হারিয়েছি তোমার কথায়।

তোমার সাথে দুই মিনিট কথা আর আমার
দুই লক্ষ বছর বেঁচে থাকা
কেমন যেন বসন্ত!